বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড

২ অরফ্যানেজ রোড, বকশি বাজার, ঢাকা-১২১১
website: www.bmeb.gov.bd, **E-mail:** info@bmeb.gov.bd, **Fax:** 58616681, 58617908, 9615576

নং-বামাশিবো/প্রশা/কক্সবাজার-১১০/ ১৭

তারিখ: ১১ বৈশাখ১৪৩২
২৪ এপ্রিল২০২৫

বিষয় : অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত পূর্বক মতামতসহ প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে।

সূত্র : জনাব মো; আবুল কালামের অনলাইনে **233241063893** নং আইডির অভিযোগের প্রেক্ষিতে।

কক্সবাজার জেলার রামু উপজেলাধীন দক্ষিন মিঠাইছড়ি ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসার জনাব মো: আবুল কালাম বোর্ডের ই-অফিসমেন্ট সিস্টেমে ২৩৩২৪১০৬৩৮৯৩ নং আইডিতে একটি অভিযোগ দাখিল করেছেন। অভিযোগে তিনি কক্সবাজার জেলা ও দায়রা জজ আদালতে সিভিল রিভিশন মামলা চলমান ২৮/২০২৪ বলে উল্লেখ করেছেন।

এমতাবস্থায়, অভিযোগ সংক্রান্ত সার্বিক বিষয়ে সরেজমিনে তদন্তপূর্বক সুস্পষ্ট মতামতসহ নিম্ন স্বাক্ষরকারী বরাবর প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

চেয়ারম্যান মহোদয়ের নির্দেশক্রমে

২৪/০৪/২৫

প্রফেসর মোঃ আব্দুছ ছাত্তার মিয়া
রেজিস্ট্রার
ফোন: ৯৬১২৮৫৮
ই-মেইল: registrar@bmeb.gov.bd

উপজেলা নির্বাহী অফিসার
রামু, কক্সবাজার।

২৪.০৪.২৫

নং-বামাশিবো/প্রশা/কক্সাবাজর-১১০/

তারিখ: ১১ বৈশাখ ১৪৩২
২৪ এপ্রিল ২০২৫

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. জেলা প্রশাসক, কক্সবাজার;
২. জেলা শিক্ষা অফিসার, কক্সবাজার;
৩. উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, রামু, কক্সবাজার;
৪. সুপার/ভারপ্রাপ্ত সুপার/, দক্ষিন মিঠাইছড়ি ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা, থানা-রামু, কক্সবাজার;
৫. সভাপতি/পরিচালনা কমিটি, দক্ষিন মিঠাইছড়ি ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা, ডাকঘর ও থানা-কেশবপুর, যশোর;
৬. জনাব মো: আবুল কালাম (অভিযোগকারী), রামু, কক্সবাজার;
৭. পি ও টু চেয়ারম্যান/ পি এ টু রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা;
৮. আইন সেল, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা;
৯. অফিস কপি।

মোঃ আব্দুর রশিদ
উপ-রেজিস্ট্রার (প্রশাসন)
ফোনঃ ৯৬৭৪৮৭৪
ই-মেইল: dradmin@bmeb.gov.bd

সূত্রঃ-

তারিখঃ ১৯ | ১২ | ২০২৪

স্মারক নং-

মাননীয়
রেজিষ্ট্রার মহোদয়
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড
বকশি বাজার, ঢাকা।

বিষয় ঃ **আদালতে বিচারাধীন মামলা নিস্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত এডহক কমিটির অনুমতির কার্যক্রম স্থাগিত করার/রাখার আবেদন।**

সূত্র ঃ ১। কক্সবাজার জেলা ও দায়রা জজ আদালত সিভিল রিভিশন মামলা নং-০৯/২০২৪ (সহকারি জজ রামু আদালতের উপর মামলা নং ২৮/২০২৪ থেকে উদ্ভুত)।
২। বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা, গর্ভনিং বডি ও ম্যানেজিং কমিটি/প্রবিধানমালা/২০০৯ এর ৩৯ (১) এর সংশ্লিষ্ট ধারা।

জনাব,
বিনীত নিবেদন এই যে, (১) সূত্রোক্ত ০১নং স্মারক মূলে মাদরাসার নিয়মিত নির্বাচিত ম্যানেজিং কমিটি বিচারাধীন রয়েছে। (কপি সংযুক্ত)। উক্ত মামলায় মাননীয় আদালত সহকারি জর্জ আদালত, রামু এর নিস্পত্তিকৃত বিষয়ের উপর জেলা ও দায়রা জজ, কক্সবাজার আদালত রিভিশন পর্যায়ে চূড়ান্ত শুনানী কিংবা আদেশের জন্য ধার্য্য রয়েছে। তাই আদালতে মামলা নিস্পত্তি কিংবা বিজ্ঞ আদালতের পরবর্তী সিদ্ধান্ত না পাওয়া বা আসা পর্যন্ত এডহক কমিটির অনুমতি প্রদান করা হলে বিজ্ঞ আদালতে বিচারাধীন বিষয় হস্তক্ষেপ করার শামিল বলে গণ্য হইবে।

(২) এডহক কমিটির অনুমতির আবেদন নিম্নস্বাক্ষরকারী বর্তমানে কর্মরত মাদ্রসারা প্রধান/সুপার এর আবেদন ব্যতিরেখে তথ্য গোপন করে দাখিল করা হয়েছে। যারা সূত্রোক্ত ২নং স্মারকের সুস্পষ্ট লঙ্গন।

এমতাবস্থায় মাদরাসার বৃহত্তর স্বার্থে ও জনস্বার্থে আদালতের পরবর্তী সিদ্ধান্ত প্রাপ্তি সাপেক্ষে প্রবিধানমালা ২০০৯ এর ৩৯ (১) এর সংশ্লিষ্ট ধারা অনুসরণ ও অনুকরণ পূর্বক এডহক কমিটির অনুমতি দেয়ার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের পরবর্তী নির্দেশ দানের জন্য মহোদয়ের সদয় মর্জি কামনা হয়।

সংযুক্তি ঃ
১। মামলার সকল কাগজপত্র।

বিনীত নিবেদক
১৯/১২/২৪
মোহাম্মদ আবুল কালাম
সুপার
দক্ষিণ মিঠাছড়ি ইসলামী দাখিল মাদরাসা
রামু, কক্সবাজার।

MD. Abul Kalam
Super
Dokkhin Mithachori Islamia Dakhil Madrasha
Ramu, Cox's Bazar.
Mobile: 01818626520

বাংলাদেশ অনুলিপি ষ্ট্যাম্প
দুই টাকা

হলে বিবাদীগণ পরবর্তীতে অংশগ্রহণের সুযোগ পাবেন। এমতাবস্থায়, অসুবিধার ভারসাম্য বাদীর অনুকূলে স্থিত হয়। সকল বিবেচ্য বিষয় বাদী-প্রার্থীকের পক্ষে সিদ্ধান্ত হলো।

এমতাবস্থায়, নিম্নোক্ত আদেশ মতে এই দরখাস্ত নিষ্পত্তি করা হলো।

প্রদত্ত কোর্ট ফি সঠিক।

অতএব,

আদেশ

অত্র অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত ১-৩ নং বিবাদীপক্ষের বিরুদ্ধে দোতরফাসূত্রে ও অপরাপর বিবাদীগণের বিরুদ্ধে একতরফাসূত্রে আংশিক মনজুর করা হল। আগামী ২০/০২/২০২৪ ইং তারিখে অনুষ্ঠিতব্য মিঠাছড়ি ইসলামিয়া দাখিল মাদরাসার ম্যানেজিং কমিটির নির্বাচনে দাতা সদস্য ক্যাটাগরির ভোটার তালিকার কার্যক্রম ও উক্ত ভোটার তালিকা অনুসারে দাতা সদস্য নির্বাচনের কার্যক্রম পরবর্তী নির্দেশ কালতক স্থগিত করা হলো। অন্যান্য পদের নির্বাচন যথারীতি অনুষ্ঠিত হতে কোনো বাধা নাই।

বিশ
টাকা

বাংলাদেশ
কোর্ট ফি

বিশ
টাকা

বাংলাদেশ
কোর্ট ফি

মাননীয় জেলা জজ আদালত, কক্সবাজার।

(রিভিশনাল এখতিয়ার)

সিভিল রিভিশন নং - ০৯ /২০২৪ইং।
সূত্র ঃ- অপর মামলা নং- ২৮/২০২৪ইং।

মোকদ্দমার সংখ্যা- ১,০০,০০০/- টাকা।

১। রাফাআত মোহাম্মদ, 01819-209892

পিতা- মরহুম রফিকুল আলম চৌধুরী

সাং- নিজের পাড়া, দক্ষিণ মিঠাছড়ি, উপজেলা- রামু,

জেলা- কক্সবাজার।

২। অধ্যাপক দেলওয়ারুল আলম চৌধুরী,

পিতা- মরহুম দানেশ চৌধুরী।

সাং- চাইন্দা, দক্ষিণ মিঠাছড়ি, উপজেলা- রামু, জেলা-

কক্সবাজার।

------------- বাদী-প্রার্থীক।

বনাম

১। মঞ্জুর হাছান ভূঁইয়া, উপজেলা প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, উপজেলা- রামু, জেলা- কক্সবাজার।

প্রশাসনিক কর্মকর্তা
জেলা ও দায়রা জজ আদালত
কক্সবাজার।
২১/০৩/২৪ইং

বিশ টাকা
বাংলাদেশ কোর্ট ফি

বিশ টাকা
বাংলাদেশ কোর্ট ফি

এবং

প্রিজাইডিং অফিসার, দক্ষিণ মিঠাছড়ি ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা এর ম্যানেজিং কমিটির নির্বাচন' ২০২৪

২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, রামু।

এবং

সভাপতি, এডহক কমিটি, দক্ষিণ মিঠাছড়ি ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা, উপজেলা- রামু,জেলা- কক্সবাজার।

৩। মোঃ আবুল কালাম, পিতা- মরহুম এমদাদুল হক।

সুপার এবং সদস্য সচিব, এডহক কমিটি, দক্ষিণ মিঠাছড়ি ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা, উপজেলা- রামু, জেলা- কক্সবাজার।

------------- প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী বিবাদী-প্রতিপক্ষ।

৪। মোঃ ইউনুছ ভুট্টো, পিতা- মরহুম আবু বক্কর। মোবাইল নং- ০১৮৩০১৭৫৩৮২।

৫। রিয়াজ উদ্দিন রিয়াজ, পিতা- মোঃ ইউনুছ ভুট্টো।

উভয় সাং- সিকদার পাড়া, দক্ষিণ মিঠাছড়ি, উপজেলা- রামু, জেলা- কক্সবাজার।

চলমান পাতা- ০৩

বিশ
টাকা

বাংলাদেশ
কোর্ট ফি

বিশ
টাকা

বাংলাদেশ
কোর্ট ফি

৬। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পক্ষে জেলা প্রশাসক, কক্সবাজার

৭। জেলা শিক্ষা অফিসার, কক্সবাজার।

৮। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, রামু।

----------অপ্রতিদ্বন্দ্বিতকারী বিবাদী-প্রতিপক্ষগণ।

মাননীয় সহকারী জজ, রামু আদালত, কক্সবাজার কর্তৃক অপর-২৮/২০২৪ ইং মোকদ্দমায় গত ১৯/০২/২০২৪ খ্রীস্টাব্দে প্রচারিত আদেশ দ্বারা আংশিক ক্ষতিগ্রস্থ ও সংক্ষুব্দ হইয়া বাদী-প্রার্থীক অত্র সিভিল রিভিশন মামলা দায়ের করিলেন।

<u>মোকদ্দমার সংক্ষিপ্ত বিবরণ</u> ঃ

নালিশী তফসিলোক্ত প্রতিষ্ঠান সৈকত নগরী কক্সবাজার জেলাধীন রম্যভূমি রামু উপজেলার ঐতিহাসিক দ্বীনি শিক্ষার মহান সুতিকাগার দক্ষিণ মিঠাছড়ি ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা হয়। পিছিয়ে পড়া জনপদের জনসাধারণকে শিক্ষার আলোয় আলোকিত করিতে এলাকার জননন্দিত দানবীর ও শিক্ষানুরাগী আলহাজ্ব জাফর আলম চৌধুরী এবং তদ ভাগিনা বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ মৌলানা আবদুল মাবুদ এর যৌথ উদ্যোগে ও প্রচেষ্টায় বিগত ১৯৫৭ সালে উক্ত মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠান পর হইতে উক্ত দক্ষিণ মিঠাছড়ি ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা অত্র অঞ্চলের ছেলে-মেয়েদের দ্বীনি শিক্ষা প্রসারতায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখিয়া আসিতেছে। নালিশী প্রতিষ্ঠান প্রথমে এবতেদায়ী ও হেফজখানা হিসাবে শুরু করিলেও ক্রমান্বয়ে জুনিয়র হাই মাদ্রাসায় উন্নীত হয়। উল্লেখ্য যে, মৌলানা আবদুল

বিশ টাকা বাংলাদেশ কোর্ট ফি

বিশ টাকা বাংলাদেশ কোর্ট ফি

মাবুদ উক্ত মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা সুপার ছিলেন এবং মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত সুপারের দায়িত্ব পালন করেন। ইতোমধ্যে দুই প্রতিষ্ঠাতাই মৃত্যুবরণ করিলে এলাকার জনগনের অনুরোধে অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মরহুম জাফর আলম চৌধুরীর সুযোগ্য পুত্র আলহাজ্ব রফিকুল আলম চৌধুরী ২০০০ সালে মাদ্রাসা পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। সেই সময় উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে সভাপতি ও রফিকুল ইসলাম চৌধুরীকে সহসভাপতি করে বিধি মোতাবেক মাদ্রাসা পরিচালনা কমিটি গঠন করা হয়। রফিকুল আলম চৌধুরী দায়িত্ব নেওয়ার পর ২০02-০৩ সালে উক্ত মাদ্রাসাকে দাখিল পর্যায়ে উন্নীত করেন।

২নং বাদী প্রার্থীক বিগত ২০০৩ সনে নালিশী দক্ষিণ মিঠাছড়ি ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসার ম্যানেজিং কমিটির সদস্য ছিলেন। উক্ত কমিটি বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক স্মারক নং প্রশা/২১০০/৫ কক্স-৯৩ তারিখ ২১/০৯/২০০৩ খ্রীষ্টাব্দ মূলে অনুমোদিত হয়। বিগত ২০০৬ সনে ১ ও ২ বাদী-প্রার্থীক এবং ১নং বাদী-প্রার্থীকের পিতা উপরোক্ত জনাব রফিকুল আলম চৌধুরী নালিশী মাদ্রাসার ৩টি নতুন শ্রেনীকক্ষ নির্মাণ এবং বেঞ্চ নির্মাণের জন্য মোট ৩,০০,০০০/- (তিন লক্ষ) টাকা অনুদান হিসাবে প্রদান করেন। ১ ও ২ নং বাদী-প্রার্থীক এবং উপরোক্ত রফিকুল আলম চৌধুরী বর্ণিত মতে ৩,০০,০০০/- (তিন লক্ষ) টাকা প্রদান করায় নালিশী দক্ষিণ মিঠাছড়ি ইসলামীয়া দাখিল মাদ্রাসার তদকালীন ম্যানেজিং কমিটি বিগত ১২/০৭/২০০৬ খ্রীষ্টাব্দের সভায় ১ ও ২ নং বাদী এবং উপরোক্ত রফিকুল আলম চৌধুরীকে আজীবন দাতা সদস্য হিসাবে গণ্য করার প্রস্তাব করিলে সভায় সর্বসম্মতিক্রমে উক্ত প্রস্তাব গৃহীত হয়। অর্থাৎ ১ ও ২নং বাদী-প্রার্থীক বিগত ২০০৬ সন হইতে নালিশী দক্ষিণ মিঠাছড়ি ইসলামীয়া দাখিল

চলমান পাতা- ০৫

বিশ টাকা বাংলাদেশ কোর্ট ফি

বিশ টাকা বাংলাদেশ কোর্ট ফি

মাদ্রাসার আজীবন দাতা সদস্য হন। বর্ণিত সভার রেজুলেশন নালিশী দক্ষিণ মিঠাছড়ি ইসলামীয়া দাখিল মাদ্রাসায় রক্ষিত/হেফাজতে আছে। উক্ত রেজুলেশন তলব করিলে প্রমানিত হইবে। ১ ও ২ নং বাদী-প্রার্থীক তদ পরবর্তী সময় হইতে বিভিন্ন সময়ে নালিশী দক্ষিণ মিঠাছড়ি ইসলামীয়া দাখিল মাদ্রাসার ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি এবং সদস্য পদ সহ বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন করেন। উল্লেখ্য যে, বিগত ২০১২ সন হইতে ২০১৪ সন পর্যন্ত ২নং বাদী-প্রার্থীক নালিশী দক্ষিণ মিঠাছড়ি ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসার ম্যানেজিং কমিটির নির্বাচিত সভাপতি এবং ১নং বাদী-প্রার্থীক নির্বাচিত সদস্য ছিলেন। উক্ত কমিটি বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক স্মারক নং প্রশা/১৪৯/নথি নং ককস-১১০ তারিখ ৩০/০৭/২০১২ খ্রীষ্টাব্দ মূলে অনুমোদিত হয়। বিগত ১৮/০৫/২০১৩ খ্রীষ্টাব্দের নালিশী দক্ষিণ মিঠাছড়ি ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসার ম্যানেজিং কমিটির সভার সর্ব সম্মতিক্রমে ১নং বাদী-প্রার্থীক মাদ্রাসার ক্লাসরুম সংস্কার উপকমিটির আহবায়কের দায়িত্ব পালন করেন। বিগত ২০১৮ সনে অনুষ্ঠিত নালিশী দক্ষিণ মিঠাছড়ি ইসলামীয়া দাখিল মাদ্রাসার ম্যানেজিং কমিটির নির্বাচনে দাতা সদস্য ক্যাটাগরির চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় রফিকুল আলম চৌধুরী, মনির আহমদ সওদাগর, ২নং বাদী-প্রার্থীক দেলওয়ারুল আলম চৌধুরী এবং ১নং বাদী-প্রাথীক রাফাআত মোহাম্মদ মোট ৪ জন অন্তর্ভূক্ত ছিলেন এবং উক্ত নির্বাচনে বাদীগণ সহ অন্যান্যরা তাহাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। তদ অনুযায়ী দাতা রফিকুল আলম চৌধুরী মৃত্যুবরণ করিলেও বাকী ৩ জন্য সদস্য ১ ও ২ নং বাদী-প্রার্থীকসহ মনির আহমদ সওদাগরকে সম্প্রতি প্রস্তুতকৃত নালিশী ভোটার তালিকায় অন্তর্ভূক্ত করা হয় নাই। দীর্ঘ সময় ধরে উক্ত মাদ্রাসা রফিকুল আলম চৌধুরী এবং ১ ও ২ নং বাদী সহ তাহাদের পরিবারে

চলমান পাতা- ০৬

বিশ টাকা

বাংলাদেশ কোর্ট ফি

বিশ টাকা

বাংলাদেশ কোর্ট ফি

অপরাপর সদস্যদের অর্থায়নে শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতনভাতাসহ মাদ্রাসার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সম্পন্ন হইয়া আসছিল। উক্ত মাদ্রাসাটি প্রতিষ্ঠা লগ্ন হইতে ২০২০ সাল পর্যন্ত কখনো, কোন প্রকারের সরকারী অনুদান প্রাপ্ত হয় নাই। দীর্ঘদিন যাবত বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিও ভুক্তিকরণ বন্ধ থাকায় সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত তহবিল হইতে উক্ত মাদ্রাসার যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ হইয়া আসছিল। ২০১০ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার দ্বিতীয়বার ক্ষমতা গ্রহণের পর বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিও ভুক্তির দরজা উন্মুক্ত হইয়া যায়। তখন হইতে অত্র মাদ্রাসা এমপিও ভুক্তির জন্য চেষ্টা তদবির শুরু করা হয়। তৎকালীন সভাপতি রফিকুল আলম চৌধুরীর অক্লান্ত চেষ্টা, পরিশ্রম ও বিভিন্ন পর্যায়ে দৌড়ঝাপের ফলে অবশেষে ২০১৯ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক উক্ত প্রতিষ্ঠানটি এমপিও ভুক্ত করার আদেশ জারী হয়। কিন্তু দূর্ভাগ্যবশত তৎকালীন সভাপতি রফিকুল আলম চৌধুরী হঠাৎ গুরুতর অসুস্থ হইয়া একই বছর অর্থাৎ ২০১৯ সালে মৃত্যুবরণ করিলে শেষ আকাঙ্খা দেখিয়া যাইতে পারেন নাই।

বর্তমান সুপার অর্থাৎ ৩ নং বিবাদী-প্রতিপক্ষ আবুল কালাম নিয়মিত সভাপতির মৃত্যুতে এবং ২০১৯-২০ সালের কোভিড মহামারির কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকার সুযোগে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা না থাকা স্বত্বেও দূর্নীতির মাধ্যমে অবৈধভাবে নিজেকে মাদ্রাসার সুপার পদে আসীন দেখাইয়া যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করা শুরু করে। তাহার বিরুদ্ধে ইতোমধ্যে বিভিন্ন অভিযোগে শিক্ষা অধিদপ্তরে ও দূর্নীতি দমন কমিশনে মামলা হয় এবং তদন্ত প্রক্রিয়াধীন রহিয়াছে। নিজের দূর্নীতি ও অবৈধ কার্যক্রম নিরবচ্ছিন্ন ও প্রলম্বিত করিবার কু-উদ্দেশ্যে ভুয়া ভোটার তালিকা তৈরির মাধ্যমে একটি

চলমান পাতা- ০৭

বিশ টাকা বাংলাদেশ কোর্ট ফি

বিশ টাকা বাংলাদেশ কোর্ট ফি

বিশ টাকা বাংলাদেশ কোর্ট ফি

পকেট কমিটি গঠনের নিমিত্তে কর্তৃপক্ষকে ভুল তথ্য দিয়া একটি অবৈধ নির্বাচন আয়োজনের পাঁয়তারা শুরু করে। তদ বিষয়ে নালিশী প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত কতেক ছাত্র-ছাত্রীর অভিভাবক বিগত ২৩/১২/২০২১ খ্রীষ্টাব্দে রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকায় ৩নং বিবাদীর বিরুদ্ধে লিখিত আবেদন করেন। উক্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড স্মারক নং- ৫৭.১৬.০০০০.০০৯.১৬.০০৭.২৩.২০৪৭ তারিখ ২৫/১০/২০২৩ খ্রীষ্টাব্দ মূলে ৩নং বিবাদীকে কারণ দর্শানোর আদেশ দেন। সম্প্রতি ৩নং বিবাদী নিজের দূর্নীতি ও অবৈধ কার্যক্রম নিরবচ্ছিন্ন ও প্রলম্বিত করার কু-উদ্দেশ্যে এই বাদীগণকে বাদ দিয়া ভুয়া ভোটার তালিকা তৈরির মাধ্যমে একটি পকেট কমিটি গঠনের নিমিত্তে ৪/৫ নং বিবাদী-প্রতিপক্ষকে দাতা ক্যাটাগরির সদস্য হিসাবে নিজ স্বাক্ষরীত বিগত ২৮/১২/২০২৩ খ্রীষ্টাব্দে ভোটার তালিকা প্রকাশ করেন। ৪/৫ নং বিবাদী-প্রতিপক্ষ উভয়ে পিতা-পুত্র হন। প্রকৃত পক্ষে ৪/৫ নং বিবাদী দাতা সদস্য ক্যাটাগরির ভোটার হওয়ার পূর্ব শর্ত সমূহ সম্পন্ন করেন নাই। ৪/৫ নং বিবাদী-প্রতিপক্ষ নালিশী দক্ষিণ মিঠাছড়ি ইসলামীয়া দাখিল মাদ্রাসার হিসাবে কোনরূপ আর্থিক অনুদান প্রদান করেন নাই। ৪/৫ নং বিবাদী-প্রতিপক্ষ কিংবা তদ পূর্ববর্তীগণ নালিশী দক্ষিণ মিঠাছড়ি ইসলামীয়া দাখিল মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার পর হইতে অদ্যবধি পর্যন্ত নালিশী প্রতিষ্ঠানে কোনপ্রকারের অনুদান কিংবা সহযোগীতা করেন নাই। ৪/৫ নং বিবাদী-প্রতিপক্ষ এমপিও ভুক্তির পূর্ব পর্যন্ত নালিশী প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটির কোন পদে দায়িত্ব পালন করেন নাই। ৪/৫ নং বিবাদী-প্রতিপক্ষ, ৩নং বিবাদী-প্রতিপক্ষের অনুগত ব্যক্তি হন। ৩নং বিবাদী-প্রতিপক্ষ তাহার অসৎ উদ্দেশ্য চারিতার্থে ৪/৫ নং বিবাদীকে দাতা সদস্য ক্যাটাগরিতে ভোটার তালিকায় অন্তর্ভূক্ত করেন।

জেলা ও দায়রা জজ আদালত
দায়ের
কক্সবাজার।

খালেদ আনোয়ার
এল.এল.বি (সম্মান), এল.এল.এম
এ্যাডভোকেট
জেলা জজ আদালত, কক্সবাজার।
মোবাইলঃ ০১৮১৬-৮০৯৭২৪

মূল বিবাদীগণ পরস্পর যোগসাজসে গোপনে, মিথ্যা, বানোয়াট ভোটার তালিকা তৈরির মাধ্যমে কুচক্রীমহলের যোগসাজশে বশংবদ কমিটি গঠনের পাঁয়তারা শুরু করিয়াছে। আগামী ২০/০২/২০২৪ অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনের মাধ্যমে একটি পছন্দের পকেট কমিটি গঠনের মানসে এহেন ভুঁয়া ও বানোয়াট ভোটার তালিকা প্রস্তুত করা হইয়াছে। এরূপ ভুয়া ভোটার তালিকার উপর ভিত্তি করিয়া কমিটি গঠন করা হইলে উক্ত দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হওয়ার আশঙ্খা রহিয়াছে। ১ ও ২ নং বাদী-প্রার্থীক নালিশী নির্বাচনের যোগ্য ভোটার হওয়া স্বত্বেও বাদীগণ যাহাতে নালিশী আসন্ন ম্যানেজিং কমিটির নির্বাচনে প্রতিদ্বন্ধিতা করিতে না পারেন তদ উদ্দেশ্যে মূল বিবাদীগণ পরস্পর যোগসাজসে প্রকাশিত ভোটার তালিকায় বাদীর নাম অন্তর্ভূক্ত করেন নাই। মূল বিবাদীগণের বর্ণিতরূপ কর্মকান্ড বেআইনী, ফেরবী ও যোগসাজসী হয়। বর্ণিত কারণে তর্কিত ভোটার তালিকা আইনতঃ ও ন্যায়তঃ বাতিলযোগ্য হয়। বাদী-প্রার্থীক তর্কিত ভোটার তালিকায় অনিয়মের বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের নিমিত্তে বিগত ২৫/০১/২০২৪ খ্রীস্টাব্দে ২নং বিবাদী-প্রতিপক্ষের নিকট এবং বিগত ৩০/০১/২০২৪ খ্রীষ্টাব্দে ১নং বিবাদী-প্রতিপক্ষের নিকট লিখিত আবেদন করেন। কিন্তু উক্ত বিবাদী-প্রতিপক্ষগণ, ৩নং বিবাদী-প্রতিপক্ষের অসৎ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের নিমিত্তে বাদীর আবেদনের প্রেক্ষিতে কোন প্রকারের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। আরো উল্লেখ্য যে, নালিশী প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত অনেক ছাত্র-ছাত্রীর অভিভাবককে তর্কিত ভোটার তালিকায় অন্তর্ভূক্ত করেন নাই। বাদী-প্রার্থীক নালিশী প্রতিষ্ঠানের অনুষ্টিতব্য নির্বাচনের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা তলব করিলে ১-৩ নং বিবাদী-প্রতিপক্ষ তাহাতে অপারগতা প্রকাশ করেন।

চলমান পাতা- ০৯

দক্ষ পরিচালনা কমিটির নেতৃত্বের উপর শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ নির্ভর করে। তর্কিত ভোটার তালিকা দ্বারা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইলে নির্বাচন বস্তুনিষ্ঠতাক্ষেত্রে/Materially প্রশ্নবিদ্ধ হইবে। সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য সঠিক এবং সুষ্ঠু ভোটার তালিকা প্রনয়ন করা আবশ্যক। ভোটার হওয়ার অযোগ্য ব্যক্তিদের তর্কিত ভোটার তালিকার অন্তভূর্ক্তির কারণে সামগ্রীক নির্বাচন প্রশ্নবিদ্ধ হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রহিয়াছে। ইহাতে স্বনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দক্ষিণ মিঠাছড়ি ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসার সুনাম বিনষ্ট হইবে। তদ কারণে বাদী মূল মোকদ্দমা দায়ের করিতে বাধ্য হন।

উপরোক্ত বিবাদীগণ পরস্পর যোগসাজসে তর্কিত বেআইনী ভোটার তালিকার অনুবলে নির্বাচন পরিচালনা করার অপতৎপরতা অব্যাহত রাখিয়াছেন। বর্ণিত কারণে ১-৩ নং মূল বিবাদীগণকে তর্কিত ভোটার তালিকার অনুবলে নির্বাচন পরিচালনা করা হইতে বিরত করা প্রয়োজন। বর্ণিত প্রেক্ষপঠে ১-৩ নং মূল বিবাদীগণ যাহাতে তর্কিত ভোটার তালিকার অনুবলে ঘোষিত তফসিলের মর্ম মোতাবেক নির্বাচন পরিচালনা করিতে না পারেন তজ্জন্য বাদী-প্রার্থীক দেঃ কাঃ বিঃ আইনের ৩৯ আদেশের ১/২ বিধি মোতাবেবক অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আবেদন করেন। মাননীয় নিম্ন আদালত বিগত ১৯/০২/২০২৪ খ্রীষ্টাব্দে ১-৩ নং বিবাদীর বিরুদ্ধে দোতরফা সূত্রে আংশিক মঞ্জুর করতঃ নালিশী নির্বাচনের দাতা সদস্য ক্যাটাগরীর নির্বাচন স্থগিত করেন। মাননীয় সহকারী জজ, রামু আদালত, কক্সবাজার কর্তৃক অপর- ২৮/২০২৪ ইং মোকদ্দমায় অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত নিষ্পত্তি করিতে গিয়া, গত ১৯/০২/২০২৪ খ্রীস্টাব্দে প্রচারিত আদেশের শেষাংশে উল্লেখ করেন যে, ***"অন্যান্য পদের নির্বাচন যথারীতি অনুষ্ঠিত হতে কোন বাধা নাই।"*** মাননীয় বিচারিক আদালতের উক্তরূপ Findings আইনের পরিপন্থি হওয়ায় তদদ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ ও সংক্ষুব্দ হইয়া বাদী-প্রার্থীক অত্র সিভিল রিভিশন মামলা দায়ের করিলেন।

চলমান পাতা- ১০

জেলা ও দায়রা জজ আদালত
দায়ের
কক্সবাজার।

<u>Grounds সমূহ নিম্নরূপ</u> ঃ

১। মাননীয় সহকারী জজ, রামু আদালত, কক্সবাজার আইনের সঠিক মর্ম উপলব্দি করিতে ব্যর্থ হওয়ায় বিগত ১৯/০২/২০২৪ খ্রীস্টাব্দের তর্কিত আদেশ রদ ও রহিতযোগ্য হয়।

৩। যেহেতু, নালিশী মাদ্রাসার ম্যানেজিং কমিঠি বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা (গভর্নিং বডি ও ম্যানেজিং কমিঠি) প্রবিধানমালা' ২০০৯ (২০১২ পর্যন্ত সংশোধীত) মোতাবেক নিয়ন্ত্রিত হয়। উক্ত প্রবিধানমালার মর্ম মোতাবেক ম্যানেজিং কমিঠির সকল সদস্য পদে নির্বাচন ***একযোগে এবং একই সময়ে*** অনুষ্ঠিত হইতে হইবে। কিন্তু মাননীয় বিচারিক আদালত বাদীর দাখিলী অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত নিষ্পত্তি করিতে গিয়া আদেশের শেষাংশে উল্লেখ করেন যে, ***"অন্যান্য পদের নির্বাচন যথারীতি অনুষ্ঠিত হতে কোন বাধা নাই।"*** যেহেতু, মাননীয় বিচারিক আদালত দাতা ক্যাটাগরির সদস্যপদের নির্বাচন স্থগিত করিয়াছেন। সেহেতু, আইনত প্রবিধানমালার ১৬(২) বিধি মোতাবেক সকল সদস্যপদের নির্বাচন একযোগে এবং একই সময়ে অনুষ্ঠিত হওয়ার বাধ্যবাধকতা রহিয়াছে। তদ কারণে মাননীয় বিচারিক আদালতের বিগত ১৯/০২/২০২৪ খ্রীষ্টাব্দের তর্কিত আদেশের শেষাংশে উল্লেখিত "অন্যান্য পদের নির্বাচন যথারীতি অনুষ্ঠিত হতে কোন বাধা নাই।" আদেশ বে-আইনী হওয়ায় তাহা সরাসরি রদ ও রহিতযোগ্য হয়।

৪। অপরাপর হেতু সমূহ শুনানী অন্তে বাচনিক নিবেদন করা হইবে।

অতএব প্রার্থনা যে, মাননীয় আদালত ন্যায় বিচারের স্বার্থে এবং উপরোক্ত হেতুসমূহ বিবেচনায় নিয়া অত্র রিভিশন গ্রহণ করতঃ মাননীয় সহকারী জজ, রামু আদালত, কক্সবাজার এর অপর ২৮/২০২৪ মামলার নথি তলব পূর্বক শুনানী অন্তে মাননীয় নিম্ন আদালত কর্তৃক বিগত ১৯/০২/২০২৪ খ্রীস্টাব্দে প্রচারিত তর্কিত আদেশ রদ ও রহিত করতঃ প্রয়োজনীয় আদেশ প্রচার করার মর্জি হয়।

DAKKHIN MITHACHARI ISLAMIA DAKHIL MADRASHA
P.O.: Link Road, Upazila: Ramu, Dist: Cox's Bazar.
Estd: 1957, EIIN: 106389-BMBD:14776

مدرسة الداخل الإسلامية ميتها صرى الجنوبية
البريد: لينك رود. شبه المحافظة:رامو. المحافظة: كوكس بازار.
التأسيس: 1957م رقم المدرسة

দক্ষিণ মিঠাছড়ি ইসলামিয়া দাখিল মাদ্‌রাসা

ডাকঃ লিংক রোড, উপজেলাঃ রামু, জেলাঃ কক্সবাজার। স্থাপিতঃ ১৯৫৭ ইং, ইন নং-১০৬৩৮৯- বাঃ মাঃ শিঃ বোর্ড-১৪৭৭৬

সূত্রঃ-

তারিখঃ ১৯ | ১২ | ২০২৪

স্মারক নং-

মাননীয়
রেজিষ্ট্রার মহোদয়
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড
বকশি বাজার, ঢাকা।

বিষয় ঃ **আদালতে বিচারাধীন মামলা নিস্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত এডহক কমিটির অনুমতির কার্যক্রম স্থাগিত করার/রাখার আবেদন।**

সূত্র ঃ ১। কক্সবাজার জেলা ও দায়রা জজ আদালত সিভিল রিভিশন মামলা নং-০৯/২০২৪ (সহকারি জজ রামু আদালতের উপর মামলা নং ২৮/২০২৪ থেকে উদ্ভুত)।
২। বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা, গর্ভনিং বডি ও ম্যানেজিং কমিটি/প্রবিধানমালা/২০০৯ এর ৩৯ (১) এর সংশ্লিষ্ট ধারা।

জনাব,
বিনীত নিবেদন এই যে, (১) সূত্রোক্ত ০১নং স্মারক মূলে মাদরাসার নিয়মিত নির্বাচিত ম্যানেজিং কমিটি বিচারাধীন রয়েছে। (কপি সংযুক্ত)। উক্ত মামলায় মাননীয় আদালত সহকারি জর্জ আদালত, রামু এর নিস্পত্তিকৃত বিষয়ের উপর জেলা ও দায়রা জজ, কক্সবাজার আদালত রিভিশন পর্যায়ে চূড়ান্ত শুনানী কিংবা আদেশের জন্য ধার্য্য রয়েছে। তাই আদালতে মামলা নিস্পত্তি কিংবা বিজ্ঞ আদালতের পরবর্তী সিদ্ধান্ত না পাওয়া বা আসা পর্যন্ত এডহক কমিটির অনুমতি প্রদান করা হলে বিজ্ঞ আদালতে বিচারাধীন বিষয় হস্তক্ষেপ করার শামিল বলে গণ্য হইবে।

(২) এডহক কমিটির অনুমতির আবেদন নিম্নস্বাক্ষরকারী বর্তমানে কর্মরত মাদ্রসারা প্রধান/সুপার এর আবেদন ব্যতিরেখে তথ্য গোপন করে দাখিল করা হয়েছে। যারা সূত্রোক্ত ২নং স্মারকের সুস্পষ্ট লঙ্গন।

এমতাবস্থায় মাদরাসার বৃহত্তর স্বার্থে ও জনস্বার্থে আদালতের পরবর্তী সিদ্ধান্ত প্রাপ্তি সাপেক্ষে প্রবিধানমালা ২০০৯ এর ৩৯ (১) এর সংশ্লিষ্ট ধারা অনুসরণ ও অনুকরণ পূর্বক এডহক কমিটির অনুমতি দেয়ার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের পরবর্তী নির্দেশ দানের জন্য মহোদয়ের সদয় মর্জি কামনা হয়।

সংযুক্তি ঃ
১। মামলার সকল কাগজপত্র।

বিনীত নিবেদক
১৯/১২/২৪
মোহাম্মদ আবুল কালাম
সুপার
দক্ষিণ মিঠাছড়ি ইসলামী দাখিল মাদরাসা
রামু, কক্সবাজার।

MD. Abul Kalam
Super
Dokkhin Mithachori Islamia Dakhil Madrasha
Ramu, Cox's Bazar.
Mobile: 01818626520

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
জাতীয় পরিচয়পত্র / National ID Card

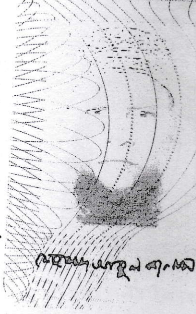

নাম
মোঃ আবুল কালাম
Name
MD. ABUL KALAM
পিতা
আমদাদুল হক
মাতা
ছেহের বেগম
Date of Birth 10 Dec 1970
NID No. 820 121 7661

ঠিকানা: বাসা/হোল্ডিং: এ, বি, সি ঘোনা রুমানিয়ার ছরা, ডাকঘর: কক্সবাজার - ৪৭০০, কক্সবাজার সদর, কক্সবাজার পৌরসভা, কক্সবাজার

Blood Group: Place of Birth: COX'S BAZAR Issue Date: 24 Nov 2017

I<BGD820121766<16<<<<<<<<<<<<<<
7012107M3211234BGD<<<<<<<<<<<2
KALAM<<MD<ABUL<<<<<<<<<<<<<<<<

মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
পানি শাখা
কক্সবাজার পৌরসভা
আইডিঃ ৫৯৮০০৯২৪৭১